বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৮/সি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
Web Site: www.bteb.gov.bd

টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, স্বতন্ত্র কারিগরি প্রতিষ্ঠান, সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্‌রাসায় এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের

ভর্তি তথ্যবিবরণী-২০১৯

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণিতে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, স্বতন্ত্র কারিগরি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্‌রাসাসমূহে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নীতিমালা:

১.০ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পরিচিতি:

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অভ্যন্তরিণ ও বিদেশের চাকরি বাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারাবাহিক কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করে। এ সকল জরিপ এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিবেদনের ফলাফল মাধ্যমিক পর্যায়ে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি ধারা হিসেবে প্রবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভরযোগ্য ভিত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর ১৭২৮ পিরিয়ড (প্রতি পিরিয়ড ৪৫ মিনিট মেয়াদি) অধ্যয়ন করা ছাড়াও ৬ (ছয়) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাথে জাতীয় দক্ষতা মান-৩ ও জাতীয় দক্ষতা মান-২ সম্পৃক্ত রয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে শুধু মাত্র ট্রেড অংশে পাস করলেও বোর্ড নির্ধারিত স্কিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলে জাতীয় দক্ষতা মান-৩ ও জাতীয় দক্ষতা মান-২ এর সনদপত্র প্রদান করা হবে।

ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সাথে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সিলেবাস পরিমার্জন করা হয়। পরিমার্জিত এ সিলেবাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হল:

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাধারণ বিষয়ের সিলেবাসের বিষয়বস্তু সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অনুসরণে এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সিলেবাসের বিষয়বস্তু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুসরণে করা হয়েছে।

- কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন বিষয়টি নবম ও দশম উভয় শ্রেণির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং সকলের জন্য আবশ্যিক করা হয়েছে।
- ঐচ্ছিক বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- ট্রেড বিষয়টিকে দুটি বিষয়ে ভাগ করে ট্রেড-১ (১ম ও ২য় পত্র) এবং ট্রেড-২ (১ম ও ২য় পত্র) করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের (Life Skill Development) জন্য ট্রেড বিষয়ের ব্যবহারিক অংশে Commuicative English, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, নিরাপত্তা, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
- এস.এস.সি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে নবম/দশম শ্রেণির মোট নম্বর ১২০০ এবং ঐচ্ছিক বিষয়সহ ১৩০০ এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে নবম/দশম শ্রেণির মোট নম্বর ১৩০০ এবং ঐচ্ছিক বিষয়সহ ১৪০০ করা হয়েছে।

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য

- ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের উচ্চতর শিক্ষা ও চাকরি উভয় ক্ষেত্রে সুযোগ নিশ্চিত করা।
- চাকরি বাজারের চাহিদার বিকাশমান গতিধারা (ইমার্জিং ট্রেন্ড) অনুযায়ী শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- সমাজে ভোকেশনাল গ্রাজুয়েটদের সামাজিক মর্যাদা অর্জনের পথ সুগম করা।

২.১ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে নবম শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা দেশের যেকোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট/অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণরা ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

২.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১ম শিফ্‌টে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে বয়স অনুর্ধ ১৭ (সতের) বছর হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ২য় শিফ্‌ট এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা শিথিল যোগ্য।

২.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ দায়িত্বে বোর্ডের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.৪ ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদেরকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং নিজ হস্তাক্ষরে ফরম পূরণ করতে হবে।

২.৫ ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে প্রতিষ্ঠান হতে (ভর্তির আবেদনপত্র/ফরম, তথ্যবিবরণীর মূল্য এবং অন্যান্য খরচ মিটানোর জন্য) অফেরতযোগ্য ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত ভর্তি তথ্যবিবরণী ও ভর্তির আবেদনপত্র/ফরম সংগ্রহ করতে হবে। **ভর্তি ফরম ও তথ্য বিবরণী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইট থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডাউন লোড করে নেবে।**

২.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চালু ট্রেডসমূহের যে ট্রেডে প্রার্থী অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক তা পছন্দের ক্রমানুসারে আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে উল্লেখ করতে হবে।

২.৭ প্রার্থীকে ভর্তির আবেদনপত্রের সাথে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট/অষ্টম শ্রেণি পাসের নম্বরপত্রের সত্যায়িত/অনলাইন নম্বরপত্রের কপি, ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি এবং ফরম সংগ্রহের সময় প্রাপ্ত রশিদ সংযুক্ত করতে হবে।

২.৮ ভর্তির নিমিত্ত প্রয়োজনে শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.৯ নবম শ্রেণিতে ট্রেডভিত্তিক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। ট্রেড ভিত্তিক ভর্তি তালিকা প্রণয়নে মেধা/জিপিএ এবং ট্রেড চাহিদা অনুযায়ী ট্রেড অনুসারে শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরী করতে হবে।

২.১০ সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০১.১১-১৪৬৮, তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০২১.১৬.৩০২, তারিখ: ১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

২.১১ **ভর্তি সংক্রান্ত সময়সূচি :**

কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠান		
	টিটিসি **(প্রথম শিফট)**	টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ/টিভিআই **(প্রথম শিফট ও দ্বিতীয় শিফট)**	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান **(প্রথম শিফট)**
আবেদনপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৭/১২/২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৮/০১/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত	১৭/১২/২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৮/০১/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত	১৭/১২/২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৮/০১/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত
	(সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটি ব্যতিত)		
ট্রেড অনুসারে শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ	১২/০১/২০১৯ খ্রিঃ	১২/০১/২০১৯ খ্রিঃ	১২/০১/২০১৯ খ্রিঃ
শিক্ষার্থী ভর্তি	১২/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ১৪/০১/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত	১২/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ১৪/০১/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত	১২/০১/২০১৯ খ্রিঃ হতে ২৮/০১/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত
ক্লাস আরম্ভের তারিখ		১৫/০১/২০১৯ খ্রিঃ	

২.১২ প্রার্থীকে রেজিস্ট্রেসনের সময় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট/অষ্টম শ্রেণি পাশের মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের জন্য জমা দিতে হবে। নম্বরপত্রের মূলকপি শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জমা থাকবে। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রার্থী তা ফেরত চাইলে তার ভর্তি বাতিল করে ফেরত দেয়া হবে।

২.১৩ জানুয়ারি ১৫, ২০১৯ হতে নবম শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে। প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪৮ পিরিয়ড করে বছরে ৩৬ সপ্তাহ ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। অধিকন্তু ০৬ (ছয়) সপ্তাহ সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট) গ্রহণ করতে হবে।

২.১৪ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে যাবতীয় ফি প্রদান করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে।

২.১৫ প্রার্থীকে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন নির্ধারিত সময়সূচি মোতাবেক বোর্ডে জমা দিতে হবে।

২.১৬ এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীকে বোর্ড নির্ধারিত পাঠ্যসূচি সংগ্রহ করতে হবে।

২.১৭ বর্ণিত নীতিমালার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

২.১৮ বর্ণিত নীতিমালার বহির্ভূত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২.১৯ শিক্ষার্থী বলতে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ছাত্র ও ছাত্রী, বালকদের প্রতিষ্ঠানের জন্য ছাত্র এবং বালিকাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য ছাত্রী বুঝাবে।

২.২০ প্রতি ট্রেডে আসন সংখ্যা (ড্রপ আউটসহ) ৪০ (চল্লিশ) জন।

এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের ট্রেডসমূহ:

ক্রমিক নং	ট্রেড কোড	ট্রেডের নাম	ক্রমিক নং	ট্রেড কোড	ট্রেডের নাম
১.	৬১	এগ্রোবেসড্ ফুড	১৬.	৭৬	ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন
২.	৬২	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স	১৭.	৭৭	জেনারেল মেকানিক্স
৩.	৬৩	অটোমোটিভ	১৮.	৭৮	লাইভস্টক রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
৪.	৬৪	বিল্ডিং মেইনটেন্যান্স	১৯.	৭৯	মেশিন টুল্স অপারেশন
৫.	৬৫	উড ওয়ার্কিং	২০.	৮০	পোল্ট্রি রিয়ারিং অ্যান্ড ফার্মিং
৬.	৬৬	সিরামিক	২১.	৮৯	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক
৭.	৬৭	সিভিল কন্সট্রাকশন	২২.	৯০	জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
৮.	৬৮	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	২৩.	৯১	প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং
৯.	৬৯	সিভিল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড	২৪.	৯২	রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং
১০.	৭০	মেকানিক্যাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড	২৫.	৯৩	গ্লাস
১১.	৭১	ড্রেস মেকিং	২৬.	৯৪	ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন
১২.	৭২	ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং	২৭.	৯৫	উইভিং
১৩.	৭৩	ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস	২৮.	৯৬	ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন
১৪.	৭৪	ফার্ম মেশিনারি	২৯.	৯৭	আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ ক্যাড
১৫.	৭৫	ফিস কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং	৩০.	৯৮	নিটিং
			৩১.	৯৯	শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৮/সি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.২০৩.৩২.০০১.১৪-৩০৯২ তারিখ: ০৪-১২-২০১৮ খ্রিঃ

প্রাপক :

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপারিণটেনডেন্ট
.....
.....।

বিষয় : ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ইন্সটিটিউট প্রধানের করণীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে **এস.এস.সি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)** শিক্ষাক্রমে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত নিম্ন বর্ণিত তথ্যাদি অনুসরণের অনুরোধ করা হল:

১.	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নবম শ্রেণির ভর্তি ফরম ও ভর্তি তথ্য বিবরণী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করে নেবেন। **Web Site: www.bteb.gov.bd**
২.	তথ্য বিবররণীতে বর্ণিত তারিখ ও নীতিমালা অনুসারে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
৩.	ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউট প্রধানকে সভাপতি করে ট্রেড সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমন্বয়ে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি ভর্তি কমিটি গঠন করতে হবে।
৪.	ভর্তির জন্য মোট আসন সংখ্যার সমসংখ্যক একটি মূল তালিকা এবং আসন সখ্যার সমসংখ্যক একটি অপেক্ষমান তালিকা মেধাক্রম অনুসারে প্রণয়ন করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ভর্তি কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত উভয় তালিকা (প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বরসহ) একই সংঙ্গে নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে হবে এবং এক কপি বোর্ডে পরিচালক (কারিকুলাম) বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।
৫.	ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আসন সংখ্যা পূরণ না হলে অপেক্ষমান তালিকা হতে সময়সূচী অনুযায়ী শূন্য আসনে মেধার ক্রমানুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের পরেও যদি আসন শূন্য থাকে তবে বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত প্রত্যেক ট্রেডে মোট আসন সংখ্যার ন্যূনতম ৫০% শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে।
৭.	সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০১.১১-১৪৬৮, তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০২১.১৬.৩০২, তারিখ: ১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক কোটা সংরক্ষিত থাকবে।
৮.	ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের নিকট হতে প্রতিষ্ঠান ভর্তি তথ্যবিবরণী এবং ভর্তির আবেদনপত্র বাবদ ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকার গ্রহন করবে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রিন্ট আউট কপি জমা দেয়ার সময় শিক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা হতে বোর্ডের খরচ বাবদ ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা হারে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুকুলে রেজিস্ট্রেশন ফি-এর সাথে জমা দিতে হবে।
৯.	ভর্তিকৃত সকল শিক্ষার্থীকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট/অষ্টম শ্রেণি পাসের প্রমাণ হিসেবে মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের জন্য জমা রাখতে হবে। শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত উল্লেখিত মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা থাকবে।
১০.	ভর্তিকৃত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি ও সিলেবাস বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিনা মূল্যে ওয়েব সাইট হতে সংগ্রহ করতে হবে।
১১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় বোর্ডে নিবন্ধন ভূক্তির জন্য প্রার্থীগণকে নির্ধারিত ফি [নিবন্ধন ফি ১৩০.০০, ক্রিড়া ফি ৩০.০০, স্কাউট/গাল্‌স গাইড ফি ১৫.০০, রেড ক্রিসেন্ট ফি ২০.০০ (৬০% বা ১২.০০ টাকা প্রতিষ্ঠানে রেখে অবশিষ্ট ৪০% বা ৮.০০ টাকা), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ৭.০০ ইত্যাদি] প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নোটিশ মোতাবেক বোর্ডে প্রিন্ট আউট কপি জমা দিতে হবে।
১২.	নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বোর্ডে প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট বোর্ড হতে প্রদত্ত মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট এবং এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে। নিবন্ধনভূক্তির পর প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের জন্য মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরৎ প্রদান করা হবে।
১৩.	বিগত শিক্ষা বর্ষে এস.এস.সি (ভোকেশনাল)/দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা পূনরায় ট্রেড পরিবর্তন বা অন্য কোন কারনে নতুন করে ভর্তি হলে পূর্বের রেজিস্ট্রেশর কাড বোর্ডে জমা দিয়ে বিধি মোতাবেক ভর্তি বাতিল করে পূনরায় ভর্তি হতে পারবে।
১৪.	অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রিন্ট আউট কপি জমা দেয়ার সময় স্বীকৃতি নবায়ন (বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) এর জন্য ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত হাল নাগাদ নবায়ন ফি প্রদান পূর্বক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে।
১৫.	বর্ণিত নীতিমালার বহির্ভূত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৬.	যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উপর ন্যস্ত।

স্বাক্ষরিত
(ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯১৪০৬৪৬

স্মারক নং ৫৭.১৭.০০০০.২০৩.৩২.০০১.১৪-৩০৯২ তারিখ : ০৪-১২-২০১৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল :

১। সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
২। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪। উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫। উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভোকেশনাল), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। নথি।

(প্রকৌশলী জাকারিয়া আব্বাসী)
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ভোকেশনাল)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ০২-৮১৮১১২৩।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

ক্রমিক নং .....
তারিখ: .....

প্রথম শিফট/দ্বিতীয় শিফট

পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি (আঠা দিয়ে লাগাতে হবে)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
এস.এস.সি (ভোকেশনাল)/দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম
২০১৯ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তির আবেদনপত্র
(স্কুল/মাদ্রাসার সনদ অনুসারে স্বহস্তে পূরণ করতে হবে)

১. **প্রার্থীর পূর্ণনাম:** (স্পষ্টাক্ষরে)
বাংলায় .....
ইংরেজিতে (বড় হাতের অক্ষরে)

২. **পিতার নাম :** বাংলায় .....
ইংরেজিতে (বড় হাতের অক্ষরে)

৩. **মাতার নাম :** বাংলায় .....
ইংরেজিতে (বড় হাতের অক্ষরে)

৪. অভিভাবকের নাম: (পিতার অবর্তমানে) ..... মোবাইল নম্বর: ০ ১

৫. বর্তমান ঠিকানা : .....

৬. স্থায়ী ঠিকানা : .....

৭. জাতীয়তা: ..... জন্ম তারিখ: (সনদপত্র অনুসারে)

দিন		মাস		বছর			

ধর্ম: .....

৮. যে ট্রেডে পড়তে ইচ্ছুক (পছন্দের ক্রমানুসারে)
১ম ..... ২য় ..... ৩য় .....
৪র্থ ..... ৫ম ..... ৬ষ্ঠ .....
৭ম ..... ৮ম ..... ৯ম .....

৯. যে স্কুল/মাদ্রাসা হতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট/অষ্টম শ্রেণি পাস করেছে তার নাম ও ঠিকানা: .....

১০. টাকা প্রদানের রশিদ নং ..... তারিখ:.....

১১. সংযোজন যোগ্য: ক. জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট/অষ্টম শ্রেণি পরীক্ষায় পাশের নম্বরপত্রের সত্যায়িত/অনলাইন নম্বরপত্রের কপি।
খ. পাসপোর্ট আকারের দুই কপি সত্যায়িত ছবি।
গ. ফরম ক্রয় বাবদ টাকা প্রদানের প্রাপ্ত মূলরশিদ।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

অব্যাহত-২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
এস.এস.সি (ভোকেশনাল)/দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম
২০১৯ শিক্ষাবর্ষ

প্রথম শিফট/দ্বিতীয় শিফট

প্রবেশপত্র

পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি (আঠা দিয়ে লাগাতে হবে)

প্রার্থীর নাম: .....
পিতার নাম: .....
মাতার নাম: .....
আবেদন পত্রের ক্রমিক নং ..... তারিখ : .....

১২. আবেদনকারীর অঙ্গীকারনামা :

এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে ভর্তি হবার সুযোগ পেলে আমি অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের যাবতীয় আইনকানুন মেনে চলব এবং কোন অবস্থাতেই অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং দেশের আইনের পরিপন্থি কোন কাজে লিপ্ত হব না।

---------- ----------

পিতা/মাতা/অভিভাবকের স্বাক্ষর ও তারিখ আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

১৩. প্রার্থীকর্তৃক জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট/অষ্টম শ্রেণি/ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/মেধার ক্রমিক :.....

প্রাপ্ত নম্বর	মেধার ক্রমিক

১৪. অনুমতিপ্রাপ্ত ট্রেডের নাম: .....

ভর্তির অনুমতি দেয়া হলো

_____ _____

উপাধ্যক্ষ/একাডেমিক ইন চার্জ/সহকারি প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপারিণটেনডেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

বেসরকারি স্কুল-স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা

ভর্তির কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসরকারি স্কুল-স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা করা হলো:

২.০ **যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে:** সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে সাধারণভাবে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৩.০ **শিক্ষার্থীর বয়স:** জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬$^{+}$ বছর হতে হবে। ভর্তির বয়সের উর্ধ্বসীমা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

৪.০ **শিক্ষাবর্ষ:** শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৫.০ **ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ:** শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বে কমিটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে পরিচালনা কমিটির সভা আহ্বান করে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে। তবে একই ক্যাচমেন্ট এলাকার ভর্তি পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত করার সুবিধার্থে ঢাকা মহানগরীর বিদ্যালয়সমূহের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি সংশ্লিষ্ট থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নির্ধারণ করবেন।

৬.০ **ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা:** প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ভর্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

৭.০ **ঢাকা মহানগরীর স্কুলসমূহে ভর্তি**

৭.১ ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি স্কুলসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট আসনসমূহ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৪০% কোটা প্রযোজ্য হবে না। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় অবস্থিত হলে শিক্ষার্থীরা যে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করতে পারবে;

৭.২ ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় প্রত্যেক স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া (স্কুল সেবা অঞ্চল) নির্ধারণ করবেন। ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ নিয়ে একাধিক স্কুলের মধ্যে মতদ্বৈধতা বা জটিলতা দেখা দিলে থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিষয়টি সমাধান করবেন। ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ সঠিকভাবে করতে হবে এবং কোন এলাকা বাদ না পড়ে সেই দিকে সতর্ক থাকতে হবে। থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের আদেশে সন্তুষ্ট না হলে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে আবেদন করা যাবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের আদেশ চূড়ান্ত বিবেচিত হবে;

৭.৩ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে ক্যাচমেন্ট এলাকা জরিপ করে সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সমাপনী বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর তথ্যের জন্য জরিপ ছাড়াও ক্যাচমেন্ট এরিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে 'প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবে। স্কুলের ভর্তির বিজ্ঞপ্তির তারিখে শিক্ষার্থী যে এলাকায় বসবাস করবে সেই এলাকায়ই তার ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮.০ ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি

৮.১ ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। লটারিতে ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

৮.২ ২য়-৮ম শ্রেণির শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রস্তুতকৃত মেধাক্রম অনুসারে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে;

৮.৩ ভর্তি পরীক্ষার সময় ও মান বণ্টন:

৮.৩.১ ২য়-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান- ৫০; তন্মধ্যে বাংলা-১৫, ইংরেজি-১৫ ও গণিতে-২০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০১ (এক) ঘণ্টা;

৮.৩.২ ৪র্থ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান- ১০০; তন্মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে-৪০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০২ (দুই) ঘণ্টা;

৮.৪ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসন সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন।

৯.০ ভর্তির আবেদন ফরম

৯.১ ভর্তির আবেদন ফরম বিদ্যালয় অফিস এবং বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (যদি থাকে) থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে;

৯.২ ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে। তবে আবেদন ফরম বিতরণের জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় দিতে হবে;

৯.৩ আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে;

৯.৪ আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় ফরমের নিচের অংশ রোল নম্বর দিয়ে প্রবেশপত্র হিসেবে শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে এবং উপরের অংশ কমপক্ষে এক বছর বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে;

৯.৫ ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইট তৈরী করবে এবং Online-এ শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করবে।

১০.০ শূন্য আসন নিরূপণ: বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক ভর্তি কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবেন।

১১.০ ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি

১১.১ ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ এম.পি.ও.ভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত এবং এম.পি.ও. বহির্ভূত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ২০০/- (দুইশত) টাকা গ্রহণ করা যাবে;

১১.২ সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল এলাকায় ৫০০/- (পাঁচশত)-পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১০০০/- (এক হাজার)-পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২০০০/- (দুই হাজার)-ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না;

১১.৩ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এম.পি.ও. বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি সহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে।

উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। একই প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক ক্লাস থেকে পরবর্তী ক্লাশে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতি বছর সেশন চার্জ নেয়া যাবে। তবে পুন:ভর্তির ফি নেয়া যাবে না;

১১.৪ দরিদ্র, মেধাবী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১.৫ এম.পি.ও.ভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত এবং এম.পি.ও. বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কারিগরি) বেতন ও টিউশন ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৯/০৮/২০১৬ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪. ০৯০.১২(অংশ-২).১৫৭ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১২.০ ভর্তির ফরম এবং ভর্তির ফি বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না, করলে সরকার এম.পি.ও. বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩.০ আবেদন ফরম জমাদানের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যালয় কর্তৃক শ্রেণি ভিত্তিক বিক্রয় ও জমাকৃত আবেদন ফরমের সংখ্যা নির্ধারিত ছকে কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৪.০ **প্রশ্নপত্র প্রণয়ন:** ভর্তি কমিটি যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশ্নপত্র অবশ্যই মানসম্মত ও শ্রেণি উপযোগী হতে হবে। যে শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তার পূর্ববর্তী শ্রেণির জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর পাঠ্য বই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

১৫.০ **পরীক্ষা গ্রহণ:** পরীক্ষার হলে সুষ্ঠু আসন বিন্যাস ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে কমিটি/প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট নিরসনসহ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়তা নিতে পারবেন। পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সরেজমিনে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করবে। যথাসম্ভব সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে একই দিনে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১৬.০ সংরক্ষিত কোটা

১৬.১ মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির জন্য শূন্য আসনের ৫% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। ন্যূনতম যোগ্যতা বলতে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষার পাশ নম্বর বুঝাবে;

১৬.২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে শূন্য আসনের ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;

১৬.৩ শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সারাদেশে লিল্লাহ বোর্ডিং এ অবস্থানরত সকল শিশুকে নিকটস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে ভর্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শূন্য আসনের ১% কোটা সংরক্ষিত থাকবে;

১৬.৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে শূন্য আসনের ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। এ কোটা শুধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য হবে। পোষ্য বা নির্ভরশীলদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেয়ার পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রত্যয়ন নিতে হবে।

১৭.০ কোন প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে তবে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। তবে এই সুবিধা কোন দম্পতির সর্বোচ্চ ০২ (দুই) সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮.০ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারীদের এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সন্তানদের (যদি থাকে) তাদের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ থাকবে। তবে পোষ্য বা আত্মীয়-স্বজন বা ম্যানেজিং কমিটির জন্য কোন কোটা সংরক্ষিত থাকবে না।

১৯.০ শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

২০.০ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর আন্ত:জেলা বদলির কারণে বদলিকৃত কর্মস্থলের উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল অথবা যে জেলায় উপপরিচালক নেই সেখানে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রত্যয়নক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির সুযোগ থাকবে। তবে ক্যাচমেন্ট এরিয়া বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতা/মেধা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিদ্যালয় নির্বাচন করে শিক্ষার্থীর ভর্তির প্রত্যয়ন পত্র দিবেন।

২১.০ ভর্তির নীতিমালা ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন অবস্থায় শূন্য আসনের বাহিরে ভর্তি করা যাবে না। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

২২.০ **ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ:** প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রেখে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে; কোন ব্যত্যয় হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

২৩.০ **ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:** বেসরকারি স্কুল-স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ তদারকি করবে:

২৩.১ ঢাকা মহানগরী ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

২৩.১.১	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	আহ্বায়ক
২৩.১.২	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
২৩.১.৩	পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
২৩.১.৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
২৩.১.৫	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি	সদস্য
২৩.১.৬	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
২৩.১.৭	জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	সদস্য

২৩.২ জেলা পর্যায়ে ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

২৩.২.১	জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	আহ্বায়ক
২৩.২.২	জেলা শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
২৩.২.৩	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা সদর)	সদস্য
২৩.২.৪	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট জেলা সদর)	সদস্য

২৩.৩ উপজেলা পর্যায়ে ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি:

২৩.৩.১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	আহ্বায়ক
২৩.৩.২	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য

২৪.০ এ নির্দেশনার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও.ভুক্তি বাতিল করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৩.১১.২০১৮
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০২১.১৬.৩০২

তারিখ : ৩০ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
২. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .....।
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
৭. যুগ্ম-সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক/সরকারি মাধ্যমিক/অডিট/আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১০. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কোষ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
১২. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর/ময়মনসিংহ।
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৫. জেলা প্রশাসক (সকল) ..... ঢাকা।
১৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .....।
১৮. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) .....।
২০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২১. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....।
২২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) .....।
২৩. অধ্যক্ষ .....।
২৪. প্রধান শিক্ষক .....।

১৪/১১/২০১৮

(আনোয়ারুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫০৩৪১
ই-মেইলঃ ds_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-১)
www.shed.gov.bd

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা নিম্নরূপে প্রণয়ন করা হলো :

যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে : সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে সাধারণভাবে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

২. **শিক্ষার্থীর বয়স :** জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬$^{+}$ বছর হতে হবে। সে হিসেবে ২য় হতে ৯ম শ্রেণির ভর্তির বয়স নির্ধারিত হবে। ভর্তির বয়সের উর্ধ্বসীমা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

৩. **শিক্ষাবর্ষ :** শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৪. **ভর্তি কমিটি :** সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবে;

ক) ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি :

১	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সভাপতি
২	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৩	পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
৪	উপসচিব, সরকারি মাধ্যমিক-১, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	জেলা প্রশাসক, ঢাকার একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের)	সদস্য
৬	উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৭	সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৮	সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৯	বিদ্যালয় পরিদর্শক (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
১০	বিদ্যালয় পরিদর্শিকা (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
১১	ঢাকা মহানগরীর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
১২	জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	সদস্য
১৩	উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

খ) জেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি :

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	সিভিল সার্জন	সদস্য
৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সদস্য
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৫	জেলা সদরের সবচেয়ে পুরনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি (সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৬	আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলার ক্ষেত্রে)	সদস্য
৭	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৮	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
৯	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

চলমান পাতা/-২

গ) **উপজেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি :**

১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৪	উপজেলাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
৫	উপজেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

৫. **ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ :** শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বে কমিটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সভা আহবান করে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে।

৬. **ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি :**

৬.১ ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। লটারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২ ২য়-৮ম শ্রেণির শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। নবম শ্রেণীর ক্ষেত্রে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রস্তুতকৃত মেধাক্রম অনুসারে নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির পর অবশিষ্ট শূন্য আসনে অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কমিটি কর্তৃক বাছাই করতে হবে। অবশ্য গ্রপ গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে।

৬.৩ ভর্তি পরীক্ষার সময় ও মান বন্টন :

১) ২য়-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান-৫০; তন্মধ্যে বাংলা-১৫, ইংরেজি-১৫ ও গণিতে-২০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ১ (এক) ঘন্টা।

২) ৪র্থ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান-১০০; তন্মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে-৪০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ২ (দুই) ঘন্টা।

৬.৩ ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শূন্য আসনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবে।

৭. **বিদ্যালয়সমূহকে ক্লাস্টারে বিভক্তকরণ :** বিদ্যালয়সমূহের অবস্থান, শিক্ষার্থীদের সুবিধা/অসুবিধা বিবেচনা করে ভর্তি কমিটি বিদ্যালয়সমূহকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্ত করতে পারবে। শিক্ষার্থী প্রতি ক্লাস্টারের যে কোন একটি বিদ্যালয়ে আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারী একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক আবেদনপত্র জমা দিলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. **ভর্তির আবেদন ফরম :**

৮.১ আগামী **২০১৮** শিক্ষাবর্ষে মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরের সকল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন ও আবেদনের ফি গ্রহণ এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ অনলাইনে করতে হবে। উপজেলা সদরে অবস্থিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ কেন্দ্রীয় অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। তবে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে কেবল উপজেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে তা ম্যানুয়ালি করা যাবে।

৮.২ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য সকল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

৮.২ (ক) ভর্তির আবেদন ফরম বিদ্যালয় অফিসে পাওয়া যাবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (যদি থাকে) থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

৮.২ (খ) ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে। তবে আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় দিতে হবে।

৮.২ (গ) আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।

৮.২ (ঘ) আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় ফরমের নিচের অংশ রোল নম্বর দিয়ে প্রবেশপত্র হিসেবে শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে এবং উপরের অংশ কমপক্ষে এক বছর বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

চলমান পাতা/-৩

৮.৩ ৮(১) উপানুচ্ছেদে বর্ণিত এলাকার বাইরের কোন বিদ্যালয় ভর্তির আবেদন ফরম জমা, পূরণ, আবেদনের ফি গ্রহণ, ফলাফলের কাজ অনলাইনে সম্পাদনে সক্ষম ও ইচ্ছুক হলে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে তা করতে পারবে।

৯. **শূন্য আসন নিরূপণ :** বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক ভর্তি কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

১০. **ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি :** ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ১৭০/- (একশত সত্তর) টাকা গ্রহণ করা যাবে। সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং শিম/অডিট সেল/২৪৩/২০১১/৪৭৫ তারিখ : ০৬/০৭/২০১৪ অনুযায়ী সর্বোচ্চ আদায় করা যাবে।

১১. আবেদন ফরম জমাদানের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যালয় কর্তৃক শ্রেণিভিত্তিক বিক্রয় ও জমাকৃত আবেদন ফরমের সংখ্যা নির্ধারিত ছকে কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১২. **প্রশ্নপত্র প্রণয়ন :** ভর্তি কমিটি যথাসময়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশ্নপত্র অবশ্যই মানসম্মত ও শ্রেণি উপযোগী হতে হবে এবং এন.সি.টি.বি. এর সংশ্লিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যবই হতে প্রণয়ন করতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিধান সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৩. **পরীক্ষা গ্রহণ :** পরীক্ষার হলে সুষ্ঠু আসন বিন্যাস ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কমিটি/প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট নিরসনসহ আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়তা নিতে পারবেন। পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সরেজমিনে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করবে। যথাসম্ভব সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে একই দিনে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. **উত্তরপত্র সংগ্রহ ও মূল্যায়ন :**

১৪.১ পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র রোল নম্বরের সিরিয়াল না করে শ্রেণিভিত্তিক সর্বোচ্চ ১০০টি করে বান্ডেল করতে হবে। ১০০টি করে বান্ডেল করার পর উত্তরপত্র অবশিষ্ট থাকলে তা আলাদা বান্ডেল করতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক সবগুলো বান্ডেল সিলগালা করে বিবরণীসহ মূলকেন্দ্রে দ্রুত জমা দিতে হবে।

১৪.২ কোড নম্বর প্রদান : কমিটি উত্তরপত্রে কোড নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোড নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া যাবে না। কোড নম্বর প্রদান শেষে কোড স্লিপ উত্তরপত্র থেকে আলাদা করে বিদ্যালয় ও শ্রেণিভিত্তিক প্যাকেট করে সিলগালা করতে হবে। সিলগালাকৃত কোড সিস্নপ কমিটির হেফাজতে থাকবে যা শুধু ডিকোডিং এর সময় খোলা হবে।

১৪.৩ কোড নম্বর প্রদান করা শেষ হলে শ্রেণিভিত্তিক প্রতি গ্রস্নপ পরীক্ষকের জন্য উত্তরপত্র বান্ডেল করতে হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রশ্নপত্র ও সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তুত রাখতে হবে।

১৪.৪ প্রত্যেক ক্লাস্টারের মূল কেন্দ্রে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। পরীক্ষা কমিটির পরামর্শের আলোকে কেন্দ্র প্রধান এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.৫ এক বিদ্যালয়/ক্লাস্টারের উত্তরপত্র অন্য বিদ্যালয়/ক্লাস্টারের শিক্ষকগণ মূল্যায়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে ক্লাস্টারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষকের তালিকা কমিটি কর্তৃক পূর্বেই প্রস্তুত করতে হবে এবং পরীক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪.৬ প্রতি গ্রুপ পরীক্ষককে টেবুলেশন শিট সরবরাহ করা হবে। গ্রুপের নিরীক্ষক কোড নম্বরের ভিত্তিতে কোন প্রকার উপরি লিখন বা ঘষামাজা না করে সতর্কতার সাথে টেবুলেশন শিট তৈরি করবেন এবং গ্রুপের অন্যান্য পরীক্ষক কর্তৃক যাচাইপূর্বক উত্তরপত্রসহ কমিটির নিকট জমা দিবে।

১৫. **ফলাফল তৈরি :**

১৫.১ উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে কোড নম্বরের ভিত্তিতে বিদ্যালয়, শ্রেণি ও শিফট ভিত্তিক পরীক্ষার্থীর টেবুলেশন শিট কম্পিউটারে প্রস্তুত করতে হবে। কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত টেবুলেশন শিট পরীক্ষকদের টেবুলেশন শিটের সাথে যাচাই করে কোড নম্বরের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ মেধা তালিকা তৈরি করতে হবে। উক্ত তালিকা থেকে শূন্য আসনের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমান তালিকার কোড নম্বর চিহ্নিত করতে হবে।

১৫.২ কমিটি সিলগালাকৃত কোড স্লিপের প্যাকেট খুলবেন এবং ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমান তালিকা তৈরি করার জন্য চিহ্নিত কোড নম্বর সম্বলিত কোড স্লিপগুলো বের করে আলাদা করার ব্যবস্থা করবেন। বাছাইকৃত কোড স্লিপগুলো থেকে প্রাপ্ত নম্বরের মেধাক্রমনুসারে চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমান তালিকা তৈরি করা হবে। নির্বাচিত ও অপেক্ষমান তালিকায় কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব এবং সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন।

চলমান পাতা/-৪

১৫.৩ শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকা ও অপেক্ষমান তালিকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসক/ বিদ্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে (যদি থাকে) একই সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। উক্ত তালিকা প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয়ে প্রকাশ করবেন এবং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। ভর্তি কমিটির অনুমোদন ব্যতিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বছরের অন্য সময়েও একক সিদ্ধান্তে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

১৫.৪ অনলাইন ভর্তি পদ্ধতির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে কারিগরী সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নপূর্বক নম্বর আপলোড করতে হবে। এ বিষয়ে কারিগরী সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অনুসৃত প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১৬. কোড নম্বর প্রদান থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ করা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র কমিটি এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

১৭. ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির মোট আসনের ১০% কোটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

১৮. ঢাকা মহানগরীর সরকারি বিদ্যালয় সংলগ্ন catchment area-র শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট ৬০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি বিদ্যালয়ের আওতাধীন catchment area নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১৯. মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের ভর্তির জন্য ৫% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২০. প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ধরণ উল্লেখ করতে হবে এবং প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

২১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা/ কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি মাধ্যমিক অনুবিভাগের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। উক্ত ২% কোটায় ভর্তিপ্রার্থী না পাওয়া গেলে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য হতে যথানিয়মে তা পূরণ করতে হবে, কোনক্রমেই আসন শূন্য রাখা যাবে না।

২২. ১ম শ্রেণিতে আসনের তুলনায় প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হলে লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত বাছাই করতে হবে।

২৩. কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে তবে আসন শূন্য থাকা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পত্তির সর্বোচ্চ ০২(দুই) সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ন্যূনতম যোগ্যতা বলতে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষার পাশ নম্বর বুঝাবে।

২৪. শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

২৫. সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর আন্ত:জেলা বদলির কারণে বদলীকৃত কর্মস্থলের মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষার উপপরিচালক অথবা যে জেলায় উপপরিচালক নেই সেখানে জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রত্যয়নক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির সুযোগ থাকবে। তবে শূন্য আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। অনিবার্য কারণে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হলে মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বদলিজনিত কারণে তাঁদের সন্তানদের বদলীকৃত কর্মস্থলে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা হবে ৬(ছয়)মাস।

২৬. ভর্তি পরীক্ষার জন্য ব্যয় নির্বাহ :

২৬.১ ভর্তির আবেদন ফি বাবদ বিদ্যালয় প্রাপ্ত অর্থের ৫০% অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ যেমন-বিজ্ঞপ্তি প্রচার, আবেদন ফরম প্রস্তুত ও উত্তরপত্র মুদ্রণ, যাতায়াত, ফরম বিতরণ, আসন বিন্যাস, পরীক্ষা গ্রহণ, আপ্যায়নসহ বিদ্যালয়ে কর্মরত সকলের সম্মানী/পারিশ্রমিক, বিবিধ খরচ ইত্যাদির জন্য ব্যয় নির্বাহ করবে এবং ভাউচার সংগ্রহ করবে।

চলমান পাতা/-৫

২৬.২ অবশিষ্ট ৫০% অর্থ ভর্তি কমিটির নিকট জমা দিতে হবে। এ অর্থ থেকে কমিটির সদস্য সচিব ভর্তি সংক্রান্ত সভার খরচ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও মুদ্রণ, প্রশ্নপত্র ভেন্যুতে প্রেরণ, কোড নম্বর প্রদান, উত্তরপত্র মূল্যায়নের সম্মানী ও আপ্যায়ন, ডিকোডিংসহ ফলাফল তৈরি, যাতায়াত, আপ্যায়ন, কমিটির সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মানী/পারিশ্রমিক, বিবিধ খরচ ইত্যাদির জন্য ব্যয় নির্বাহ করবে এবং ভাউচার সংগ্রহ করবে।

স্বাক্ষরিত/
১৫.১১.২০১৮

(মো: সোহরাব হোসাইন)
সচিব

৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০১.১১- ১৪৬৭

তারিখ : অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৬. যুগ্মসচিব (সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক/প্রশাসন/অডিট ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. জেলা প্রশাসক (সকল) .....
১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে নীতিমালাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধ করা হলো)।
১৫. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬. পরিচালক/উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ/বরিশাল/রংপুর/সিলেট অঞ্চল।
১৭. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) .....
১৮. প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা .....

(আবু আহমদ ছিদ্দীকী)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৭৬৭৮০